সংবাদ

23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জেএসএসের বিরোধিতার মুখে রাঙামাটিতে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আজ

পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি ঃ রাঙামাটি জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শূন্য পদ পূরণের প্রাথমিক উদ্যোগ শুক্রবার থেকে শুরু হলেও এসব শূন্য পদ পূরণ আদৌ সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরা আতঙ্কিত এ পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে। তবে নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।

শুক্রবার রাঙামাটি জেলা সদরের ১১টি প্রতিষ্ঠানে ৩শ' ৪৯ জন প্রার্থী ৩৯টি প্রধান শিক্ষকের পদে এবং ৩ হাজার ৪শ' ৪৭ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা দেবেন ১শ' ৬২ জন সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার শূন্য পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য। ইতোমধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তর সেহেতু এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

পরীক্ষা ঃ শিক্ষক নিয়োগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অতএব যে কোন প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে রাঙামাটির ভেঙে পড়া প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলতে চাই। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এ সব নিয়োগের জন্য স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চিফদের (রাজা) সই প্রদানকে যৌক্তিক দাবি করে রাঙামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক এ শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিকে স্থগিত রেখে পুনঃবিজ্ঞপ্তি জারির দাবি উঠিয়েছে। সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগীয় সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা সইকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মূলে এ দাবি জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জেএসএস দাবি করে এবারের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে স্থায়ী অধিবাসীর সনদপত্র বিষয়ে জেলা প্রশাসককে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরিপন্থী। তাই এ নিয়োগ প্রক্রিয়া তবুও অব্যাহত রাখা হলে এ সংগঠন ভবিষ্যতে কঠোর কর্মসূচি প্রণয়নে বাধ্য হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। জেএসএস-এর দাবির প্রতি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় বাসিন্দা সনদপত্র দেয়ার ব্যাপারে সরকার যে নির্দেশনামা জারি করেছে। আমরা তা পালন করছিলাম। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানের ব্যাপারে সর্বশেষ যে নীতি প্রণীত হয়েছে তার ফলে জেলা প্রশাসকদের পাশাপাশি সার্কেল চিফদের (রাজা) ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক বিভাগের এ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এবার সবচেয়ে বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে দাবি করেন জেলা পরিষদ সূত্র।

সূত্র মতে, শুক্রবার ৩ হাজার ৭শ' ৯৬ প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন তাদের লিখিত পরীক্ষার খাতাগুলো একই দিনে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষকদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সূত্র জানান, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই যাতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় সে প্রস্তুতিও নেয়া আছে।

এখানে উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে রাঙামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক যে ৮৫ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল সেগুলো নিয়ে জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এ নিয়োগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সে মামলা এখনও নিষ্পন্ন হয়নি। তবে আঞ্চলিক পরিষদের মামলার বিরুদ্ধে ৮৫ জন শিক্ষকের বাধা থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হলে আদালতের এক আদেশ বলে শিক্ষকরা বর্তমানে কর্মরত থেকে বেতন-ভাতা লাভ করলেও প্রায় ১৮ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা এখনও পাননি। যে কারণে এবারের এ নিয়োগ কতটুকু কার্যকর হবে এ ব্যাপারে প্রার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

জনসংহতি সমিতির প্রচার প্রপাগান্ডা ইতোমধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তবে জনসংহতি সমিতির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছেন, লিখিত পরীক্ষা এবং ভবিষ্যতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণকালে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোন কর্মসূচি তাদের নেই। তবে এ অবৈধ নিয়োগের ব্যাপারে তারা সব ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ভবিষ্যতে।

অন্যদিকে জেলা পরিষদ সূত্র জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে তাতে কেউ বাধা প্রদান করলে তাকে আইনগতভাবে মোকাবিলা করার সব ধরনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।